দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 FEB [illegible]
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

ঢাকার তিন স্কুল নিয়ে বিপাকে শিক্ষাপ্রশাসন

স্কুল কর্তৃপক্ষের আচরণ বেপরোয়া, নির্দেশ মানছে না

■ নিজামুল হক

রাজধানীর নামি দামি তিন প্রতিষ্ঠান ভিকারুন নিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজ, আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ এবং মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়। পৌনে ১ লাখ শিক্ষার্থী পড়ানোর দায়িত্ব নিয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এখন রীতিমত বেপরোয়া বনে গেছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে জিম্মি সাধারণ শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী। অসহায়ের মত আচরণ শিক্ষা প্রশাসনের।

শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয়দের অভিমত, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের আচরণে মনে হচ্ছে এরা বড় ক্ষমতাধর। সরকারের কোনো নির্দেশনা মানছেই না। উল্টো সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে নানা অনিয়ম আর দুর্নীতি করে যাচ্ছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অনেক কর্মকর্তাই এবিষয়টি স্বীকার করে বলেছেন, এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডেও আমরা বিব্রত।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তহবিল তছরুপ, ভর্তি দুর্নীতি, কোচিং ও সেশন ফির নামে অভিভাবকদের কাছ থেকে গলাকাটা ফি আদায়, নিয়োগে অনিয়ম, কেনাকাটায় হরিলুট, নিম্নমানের সহায়ক বই শিক্ষার্থীদের গছিয়ে দিয়ে প্রকাশক প্রতিষ্ঠান থেকে কমিশন গ্রহণসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে এই তিন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা ভর্তি নীতিমালা, শাখা খোলার জন্য প্রণীত নীতিমালা, কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা, নিয়োগ নীতিমালার কোনটাই মানে না।

এসব অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে বেশকিছু অনিয়মের তদন্তও হয়েছে। তদন্তে প্রমাণও মিলেছে, কিন্তু তদন্তের ভিত্তিতে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এই তিন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অন্তত দশটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে লাল ফিতায় বন্দী হয়ে আছে।

মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং শিক্ষা বোর্ডের জবাবদিহিতার মধ্যে থাকবে না এমন ঘোষণা দিয়ে এমপিও প্রত্যাহার করে নিচ্ছে মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়। স্কুলটির শিক্ষকরা জানিয়েছেন, বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত। তাই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তি টিউশন ফি আদায় এবং সকল কাজের জন্য মন্ত্রণালয়ের জবাবদিহিতার মধ্যে থাকতে হয়। কিন্তু যদি এমপিও প্রত্যাহার করা যায় তবে কর্তৃপক্ষকে কোন প্রকার জবাবদিহিতার মধ্যে থাকিতে হবে না। এ কারণেই এমপিওভুক্তি প্রত্যাহার করা হচ্ছে। এরই মধ্যে অনেক শিক্ষক কর্তৃপক্ষের চাপে বাধ্য হয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। শিক্ষকরা বলছেন, শিক্ষকদের প্রলোভন দেখানো হচ্ছে এমপিওভুক্তি প্রত্যাহার করলে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের বেতন কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবে। তবে যারা এ প্রলোভনে রাজি হচ্ছেন না তাদের ওপর পরোক্ষভাবে বিভিন্ন কৌশলে চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ।

এ বিষয়ে মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির সদস্য সাইফুদ্দিন টিপু বলেন, এমপিওভুক্ত থাকলে নানা ঝামেলা হচ্ছে। কোন ক্ষেত্রে টিউশন ফি বাড়ানো হলে এ নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়। এ কারণে আমরা এমপিও প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অনেকেই এমপিও প্রত্যাহার করেছেন।

২০১২ সালে রাজধানীর এই তিনটি প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ৯ কোটি ৩১ লাখ ২৮ হাজার ১০০ টাকা আদায় করে। তদন্তে প্রমাণের পর শিক্ষামন্ত্রী অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অন্য যেসব প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত অর্থ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ঢাকার তিন স্কুল

২০ পৃষ্ঠার পর

আদায় করেছিল তারা সকলেই ফেরত দেয়। কিন্তু বারবার তাগাদা দিলেও ফেরত না দেয়ায় তিন প্রতিষ্ঠান প্রধানের এমপিও স্থগিত করা হয়েছিল। যদিও পরে টাকা ফেরত দেয়া হয়েছে এমন তথ্য জানিয়ে এমপিও ছাড় করা হয়। অভিভাবকরা বলেছেন, ওই সময় সব টাকা ফেরত দেয়া হয়নি। মনিপুর স্কুল জানিয়েছে, তারা পূর্ব অনুমোদন নিয়ে অতিরিক্ত টাকা নিয়েছে। এ কারণে ফেরত দেয়নি।

মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান স্থানীয় সংসদ সদস্য। এছাড়া এই কমিটিতে মিরপুরের প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ, যুবলীগ নেতারাও রয়েছেন। পুরো মিরপুর জুড়ে এর ৫টি ক্যাম্পাস। শিক্ষার্থী প্রায় ৩০ হাজার।

ভিকারুন নিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজ এবং আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ এই দুই প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং সরকারের একজন মন্ত্রী। এছাড়া দুই স্কুলেরই পৃথক কমিটিতে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের নেতা রয়েছেন। এ কারণে শিক্ষামন্ত্রণালয় সরাসরি এই প্রতিষ্ঠান দুটির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না। এছাড়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা এই প্রতিষ্ঠান তিনটির বিরুদ্ধে যে কোন তদন্তেও আগ্রহী নন। এ সব কর্মকর্তার বক্তব্য, তদন্ত করে লাভ কী, কোন ব্যবস্থা হবে না। ফাইল চাপা পড়ে থাকবে। কোনো ব্যবস্থা নিতে গেলেই নানামুখী চাপ আসে মন্ত্রণালয়ের ওপর।

শিক্ষা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এমপিওভুক্ত কিংবা সরকার স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠানেই নিজেদের খেয়ালখুশিমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার নিয়ম নেই। আইন ও বিধি মোতাবেক সব সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে হবে।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে বোর্ডের নিয়ম না মেনে প্রতিবছরই অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করে। ২০১১ শিক্ষাবর্ষে প্রতিষ্ঠানের দুই শাখায় প্রায় দেড় হাজার শিক্ষার্থী অবৈধভাবে ভর্তি করা হয়। মনিপুর স্কুলেও অবৈধভাবে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এখনও সেই কার্যক্রম চলছে। চলতি বছর ভিকারুন নিসা এবং আইডিয়ালে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তও শুরু হয়েছে। মাউশির পরিচালক প্রফেসর মোঃ এলিয়াছ হোসেন জানান, অভিভাবকদের অভিযোগের ভিত্তিতে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে রয়েছেন মাউশির উপ-পরিচালক এস.এম.কামাল উদ্দিন হায়দার এবং তাজিব উদ্দিন। কমিটিকে ৫ কর্মদিবসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে কথা বলতে চাইলে মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন বলেন, সরকারের নিয়ম মেনেই চলেছি। নিয়ম মানতে গিয়ে অনেক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। নতুন স্কেলে শিক্ষকদের বেতন দেয়া যাবে না। তাই সব শিক্ষক এমপিও সমর্পণ করলে অনেক সুবিধা হবে। এখন সাড়ে ৭শ শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ১৭ জন এমপিওভুক্ত রয়েছেন।

ভিকারুন নিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ সুফিয়া খাতুন এবং আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগমের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তারা ফোন রিসিভ করেননি।